

আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ৩৬ | সেপ্টেম্বর ১ম, সপ্তাহ ২০২০



সূচী

৯ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেলো ইসরায়েলি বাহিনী,
বাড়ি ভেঙে ফেলার অন্যায় নির্দেশ

০১

মুরতাদ হুতি শিয়াদের টার্গেট করে আলকায়েদার একাধিক হামলা,
মুজাহিদিনের হাতে বন্দী ক্রুসেডার গুপ্তচরবাহিনী

০১

টিটিপি মুজাহিদিনের ক্রমবর্ধমান হামলায় কোণঠাসা পাক-সরকার

০২

কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় সুইডেনজুড়ে বিক্ষোভ মুসলিম কমিউনিটির, রাসুলের
ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশকে 'বাক-স্বাধীনতা' বললেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রো

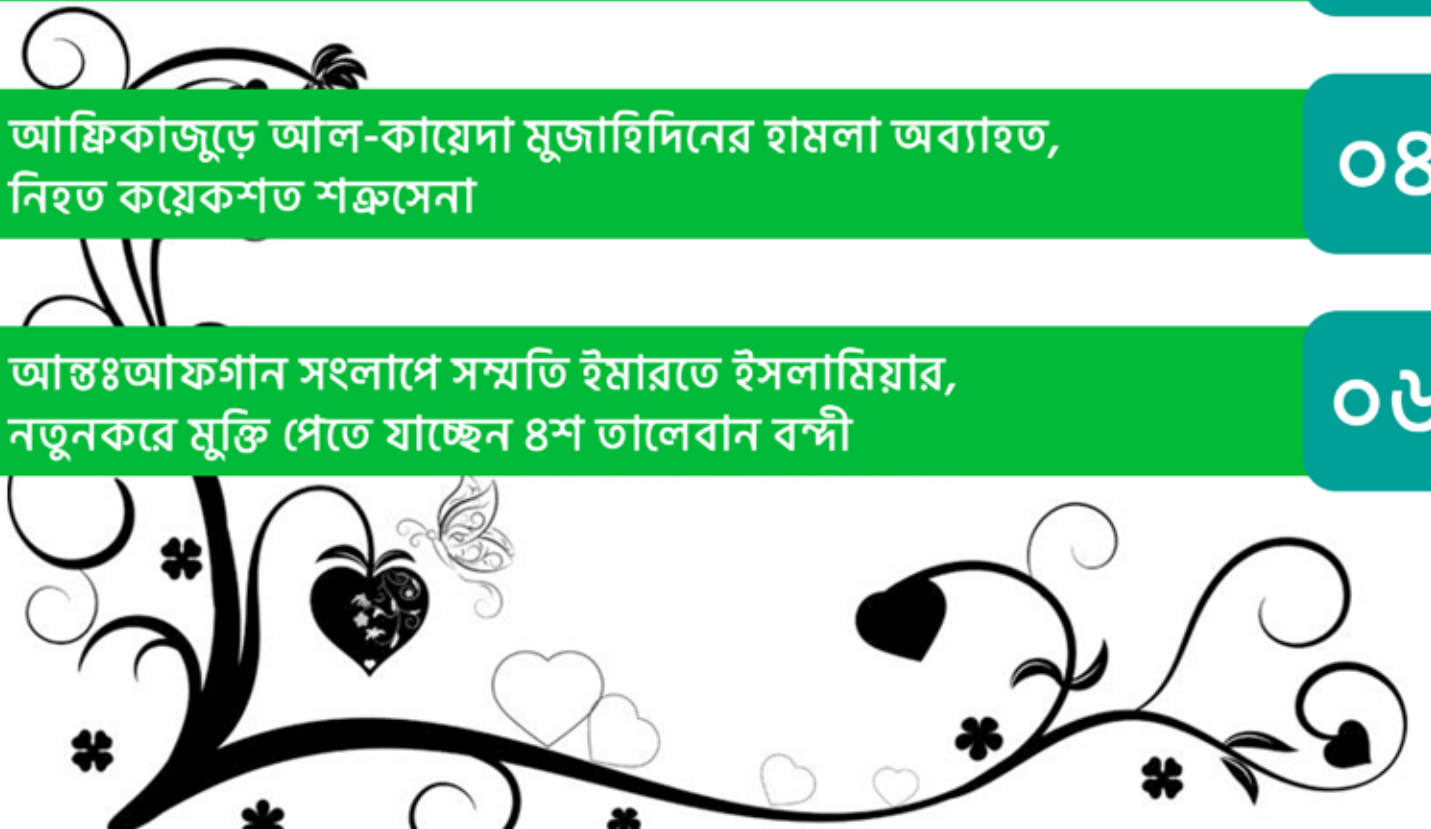
০৬

আফ্রিকাজুড়ে আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হামলা অব্যাহত,
নিহত কয়েকশত শত্রুসেনা

০৪

আন্তঃআফগান সংলাপে সম্মতি ইমারতে ইসলামিয়ার,
নতুন করে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন ৪শ তালেবান বন্দী

০৬





ফিলিস্তিন

৯ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেলো ইসরায়েলি বাহিনী, বাড়ি ভেঙে ফেলার অন্যায় নির্দেশ

নতুনকরে আরো ২ ফিলিস্তিনিকে নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। জেরুজালেমের বেইত হানিনা এলাকায় আব্দুস সালাম ও ওদাই আল-রাজম নামে দুই ভাইকে বাড়ি ভাঙার এই নির্দেশ দেওয়া হয়। যথাসময়ে বাড়ি না ভাঙলে মোটা অঙ্কের জরিমানা ও বোমাহামলা করে বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সন্ত্রাসী সৈন্যরা।

গেলো ৮ মাসে ৬ শতাধিক বাড়ি ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে ফিলিস্তিনীদের।

দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেম অঞ্চলটিকে সামরিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে 'এরিয়া সি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। প্রকল্পের অংশ হিসেবে ওই

অঞ্চল থেকে বসতবাড়ি উচ্ছেদ করে যাচ্ছে সন্ত্রাসী ইহুদি বাহিনী।

এদিকে জেরুজালেমের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৯ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেছে দখলদার বাহিনী। ২৬শে আগস্ট পূর্ব জেরুসালেমে এ ঘটনা ঘটে। এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে দখলদার বাহিনী জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে তৎপরতা চালানো সন্দেহে তাদেরকে আটক করা হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, নিছক মিথ্যা অভিযোগে তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মুরতাদ হুতি শিয়াদের টার্গেট করে আলকায়েদার
একাধিক হামলা, মুজাহিদিনের হাতে বন্দী ক্রুসেডার গুপ্তচরবাহিনী

ইয়ামান

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আনসারুশ শরিয়াহর মুজাহিদিন ও ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহী গ্রুপের মাঝে ইয়ামানের বিভিন্ন স্থানে তুমুল লড়াই চলছে।

এরই অংশ হিসেবে মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের টার্গেট করে বড়ধরনের এক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। গেলো মাসের শেষদিকে দেশটির বায়দা রাজ্যের তৈয়ব এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। হামলায় হুতি বিদ্রোহীদের ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও বন্দী হয়েছে অপর এক সৈন্য। এসময় মুজাহিদগণ বেশকিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন

একই প্রদেশের জাকারিয়া সাইটের নিকটস্থ ঘাঁটিতে আল-কায়েদার অপর এক বোমা হামলায় ফিল্ড কমান্ডারসহ ২ হুতি সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত আরো ৩।

এর আগে বায়দা প্রদেশের মুকাইরাস ফ্রন্টের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ হুতি শিয়া মিলিশিয়াদের সামরিক বহরে একটি লাইন মাইন বিস্ফোরণ করেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। হতাহত হয়েছে কয়েকজন হুতি মিলিশিয়া।

একই প্রদেশের তৈয়ব এলাকায় আল-কায়েদার অপর এক হামলায় ডজনখানেক হুতি সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আল-কায়েদা অফিসিয়াল আল-মালাহিম মিডিয়া ফাউন্ডেশন প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ক্রুসেডার অ্যামেরিকা, সৌদি ও আমিরাতের যৌথ একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্কের সদস্যদের প্রেষ্টার করেছে আনসারুশ শরিয়াহর মুজাহিদিন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গুপ্তচর নেটওয়ার্কের এসব সদস্য ক্রুসেডার অ্যামেরিকা, সৌদি ও আমিরাতের গোয়েন্দা বিভাগের হয়ে কাজ করতো। এরা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তি করতো। অবস্থান ট্র্যাকের জন্য মুজাহিদদের গাড়ি ও সাইটগুলোতে ইলেক্ট্রনিক চিপ বসিয়ে দিতো। ফলে ক্রুসেডার বাহিনী অতি সহজেই মুজাহিদদের টার্গেট করে ড্রোন ও বিমান হামলা চালাতো। এছাড়াও এসব গুপ্তচরবাহিনী স্থানীয় জনগণকে ভয়ভীতি দেখাতো, মুজাহিদদের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা চালাতো। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসব গুপ্তচররা অত্যন্ত প্রশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত। চিকিৎসক, ব্রাণকর্মী, মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত লোকদেরকেই গুপ্তচরের দ্বায়িত্ব দেওয়া হতো। ফলে সহজেই তারা মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলিমদের নিকট পৌঁছে যেতো।

বিবৃতিতে ইশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, যারা গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারা যেন স্বেচ্ছায় আনসারুশ শরিয়াহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। অন্যথায় তাদের পরিণত হবে ভয়বহ।

পাকিস্তান

টিটিপি মুজাহিদিনের ক্রমবর্ধমান হামলায় কোণঠাসা পাক-সরকার



সম্প্রতি টিটিপির ডি-সেন্ট্রালাইজড বা প্রান্তিকীকরণ নীতি এবং জোটবদ্ধ হওয়া অত্র অঞ্চলে মুজাহিদিনের শক্তিমত্তায় ভিন্নমাত্রা এনেছে। গেলো সপ্তাহে স্মরণকালের ভয়বহতম অসংখ্য হামলা চালিয়েছে টিটিপি নেতৃত্বাধীন জিহাদি গ্রুপগুলো।

এরই অংশ হিসেবে গেলো সপ্তাহে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে টার্গেট করে ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান।

এরমধ্যে ২৯ আগস্ট বাজুর এজেলির চার্মাং হেলাল এলাকায় অবস্থিত গুন্ডাভী সামরিক ক্যাম্পে পরিচালিত মিসাইল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এর আগে বাজুর এজেলির গাবরি-সার এলাকায় এক মুরতাদ সৈন্যকে টার্গেট করে সফল স্বাইপার হামলা চালায় মুজাহিদিন। এতে ঘটনাস্থলেই ওই সৈন্য নিহত হয়।

এদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে ক্রুসেডার মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহলদলকে টার্গেট করে অপর এক হামলা চালিয়েছেন টিটিপি মুজাহিদিন। হামলায় দুই

অফিসারসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। এই অভিযানে শত্রুদের পাল্টা হামলায় ৪ মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন।

টিটিপি মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ হামলার দায় স্বীকার করে এক বিবৃতিতে জানান, সম্প্রতি মুরতাদ সেনারা আমাদের দুই সাথীকে শহীদ করেছে। শহিদদের রক্তের প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা।

একই অঞ্চলের সুর তেজা এলাকায় মুজাহিদিনের একটি গুপ্ত হামলায় অন্তত ১০ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। বিস্তারিত খবর হতে জানা যায়, মুরতাদ সৈন্যরা মুজাহিদিনের ঘাঁটিতে হামলা করার লক্ষ্যে সামারিক বহর নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। হামলার বিষয়ে আগেই তথ্য পান মুজাহিদিন। ওঁৎ পেতে বসে থাকেন শত্রুদের অপেক্ষায়। ঘাঁটির কাছাকাছি আসতেই হামলা চালান মুজাহিদিন। হামলার আকস্মিকতায় শত্রুরা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়।

অন্যদিকে খাইবার-পাখতুনখোরের লোয়ারদির জেলায় শত্রুবাহিনীর টহলদল টার্গেট করে একটি মাইন হামলা চালিয়েছেন টিটিপি মুজাহিদিন। চলতি মাসের পহেলা দিন এ হামলা চালানো হয়। হামলায় টহলরত বাহিনীর প্রধান তারেক মুনিসহ ডজন খানেক সৈন্য নিহত হয়েছে।

একই দিনে করাচির মোমিনবাদ থানায় বোমা হামলা চালান টিটিপি মুজাহিদিন। হামলায় পুলিশ স্টেশনের কিছু

অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও কয়েক মুরতাদ পুলিশ হতাহত হয়েছে।

এদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাক্তাই সীমান্তের আনা খাইল এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি বিশেষ ইউনিট টার্গেট করে শক্তিশালি বোমা হামলা চালিয়েছেন টিটিপি মুজাহিদিন। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপরের সারির কর্মকর্তাসহ প্রায় ডজনখানেক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতদের হেলিকপ্টার যোগে পেশোয়ার সিএমএইচ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসারত অবস্থায় ১ লেফটেন্যান্ট ও ২ কমান্ডারসহ ৪ সৈন্য নিহত হয়। বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিহতরা হলো- লেফটেন্যান্ট নাসির, কমান্ডার গাফফার, কমান্ডার ইমরান ও সেনা সদস্য উসমান। লেফটেন্যান্ট নাসির সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্স একাডেমি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে।

টিটিপি মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ উমর মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

ইউরোপ

কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় সুইডেনজুড়ে বিক্ষোভ মুসলিম কমিউনিটির, রাসুলের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশকে 'বাক-স্বাধীনতা' বললেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো

পবিত্র কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে সুইডেনের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেছেন দেশটির মুসলিম কমিউনিটি। দক্ষিণাঞ্চলের মালামো শহর থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দেশটির অন্যান্য অঞ্চলেও। উত্তেজিত জনতা টায়ার পুড়িয়ে প্রতিবাদ-মিছিল করেন। পুলিশের দাবি, বিশৃঙ্খলা দমনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

এদিকে ফ্রান্সের শার্লি এবদো পত্রিকায় নবি সা. এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বিশ্বের মুসলিমরা। এ ঘটনায় পাকিস্তান, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল।

তবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেছেন, এটা শার্লি এবদোর 'বাক-স্বাধীনতা'। একটা পত্রিকা কী প্রকাশ করবে না করবে এটা তাদের ব্যাপার। এখানে বাধা দেওয়া বা হস্তক্ষেপ করার মতো কিছু দেখছি না।

ইমানুয়েল ম্যাক্রোর এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেশটির মুসলিম কমিউনিটি। তাদের দাবি, বাকস্বাধীনতার নামে যা

কিছু করা হচ্ছে তা ইসলামকে আক্রমণ করার জন্যই। ইউরোপে ইসলামোফোবির বিস্তারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে বিভিন্ন মিডিয়া হাউজগুলো।

২০১৫ সালে রাসূল সা. এর ব্যঙ্গকার্টুন প্রকাশ করায় শার্লি এবদোর অফিসে হামলা চালায় ২ মুসলিম সহোদর। পরে ওই ২ সহোদরসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। গেলো বুধবার এই মামলার রায়ে দিন পুনরায় সেসব ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে শার্লি এবদো। এ ঘটনায় আবাবো ফুঁসে উঠেছেন মুসলিমরা।

আফ্রিকা

আফ্রিকাজুড়ে আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হামলা অব্যাহত, নিহত কয়েকশত শত্রুসেনা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকাভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব সোমালিয়াজুড়ে ২৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। গেলো সপ্তাহব্যাপী এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শাহাদাহ নিউজের বরাতে জানা যায়, এসব অভিযানের ১৪টিই পরিচালিত হয়েছে দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে। হামলায় কুফফার জোটবাহিনীর কয়েকডজন সৈন্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ৫টি সামরিক ঘাঁটি। এছাড়াও ক্রুসেডার বাহিনীর ৪টি সামরিকখান বিধ্বস্ত হয়েছে।

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পরিচালিত বাকি ১০টি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৪ অফিসার ও এক মন্ত্রীসহ কয়েক ডজন সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও অস্ত্রবাহী ২টি ট্রাক এবং ৩টি করে সামরিকঘাঁটি ও

সামরিকখান ধ্বংস হয়েছে।

এছাড়াও গেলো সপ্তাহে সোমালিয় বাহিনীর ২ সৈন্য নিজেদের ভুল বুমতে পেরে মুজাহিদিনের দলে যোগ দিয়েছেন।

একইসময়ে পার্শ্ববর্তী দেশ কেনিয়াতেও ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসব হামলার দুটিতেই ক্রুসেডার বাহিনীর ১৩ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও হতাহত হয়েছে আরো অনেক। মুজাহিদিনের বাকি ২ হামলাতেও ক্রুসেডার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এর সঠিক পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে আল-কায়েদা শাখা জামাতাত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন

মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। ২৫শে আগস্ট দেশটির সাওগা শহরে এ হামলা চালানো হয়। হামলায় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে আরো কয়েক সৈন্য। এছাড়াও এ হামলায় শত্রুদের একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

এর আগে মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজার- এই ৩ দেশের লাগোয়া সীমান্তে অভিযান শুরু করেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। ৪ দিনব্যাপী চলা ত্রিভুজ সীমান্ত অঞ্চলের এই অভিযানে ৩ দেশের বেশ কিছু এলাকা বিজয় করেছেন মুজাহিদিন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আন্দাকি, তাইসেট, অ্যানটিলেট, গোরমা-রারোস ও হামবুরি। এর মধ্যে তাইসেট এলাকাটি ইতোপূর্বে আইএসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

এসব হামলায় আইএস সদস্যসহ ওই ৩ দেশের অসংখ্য মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে শত্রুপক্ষের বেশকিছু যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিকযান।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, মালিতে সামরিক অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই দেশটিতে বড়ধরনের হামলা চালাতে শুরু করেছেন মুজাহিদিন। দেশটির চলমান রাজনৈতিক

বিশৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে পূর্ণ ফায়দা নিচ্ছেন মুজাহিদিন।

এরই ধারাবাহিকতায় গেলো মাসের শেষদিকে দেশটির সেনাবাহিনীর উপর বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এর মধ্যে মুবটি রাজ্যে পরিচালিত ৪টি অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর অন্তত ৬২ সৈন্য নিহত হয়েছে। হতাহত ৩২।

ইতোমধ্যে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী দুটি হামলার খবর নিশ্চিত করেছে।

এসকল অভিযানে মুজাহিদগণ শত্রুবাহিনী থেকে ৩টি সামরিকযান, ৬ বক্স গোলাবারুদ ও ১০টি ক্লাশনিকোভসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী গনিমত লাভ করেছেন। এছাড়াও হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি সামরিক ট্রাক ও ২টি সামরিকযানসহ বেশকিছু যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ।

এদিকে আফ্রিকা ইনফোর এক খবরে বলা হয়েছে, মালি ও বুর্কিনা-ফাসো সীমান্তের কুরু এলাকায় পরিচালিত অপর এক অভিযানে মালি সেনাবাহিনীর অন্তত ১০ সৈন্য নিহত হয়েছে।



<https://dawahilallah.com>

<https://alfirdaws.org>

<https://gazwah.net>

খোঁরাসান

আন্তঃআফগান সংলাপে সম্মতি ইমারতে ইসলামিয়ার, নতুন করে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন ৪শ তালেবান বন্দী

গেলো সপ্তাহে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে সফলতম ছিল এসব হামলা- দাবি তালেবানভিত্তিক গণমাধ্যমের।

২ ইশতিশহাদি হামলাসহ ১৩৪ অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর অন্তত ৫৯৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো কয়েক শত। বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন ২৯ তালেবান মুজাহিদ।

এসব অভিযানে মুজাহিদগণ ২৩টি সামরিক ঘাঁটি ও ৭৯টি চেকপোস্টসহ বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয় করেছেন। এছাড়াও গনিমত লাভ করেছেন অর্ধশতাধিক ট্যাঙ্ক ও সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

একইসময়ে মুরতাদ বাহিনী ছেড়ে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন ২০৮ সৈন্য ও কমান্ডার।

এদিকে তালেবান অফিশল আল-ইমারাহ সাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুল-এ-চরখি, বাগরাম, কান্দাহারসহ আরো কয়েকটি কারাগার থেকে নতুন করে ৪শ তালেবান বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কাবুল প্রশাসন।

আফগানভিত্তিক গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, কাবুল সরকারের কারাগার থেকে এখনো পর্যন্ত ৪ হাজার ৯শ ৯৩ তালেবান মুজাহিদ মুক্তি পেয়েছেন। বাকি ৭ তালেবান কমান্ডারকে কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে হস্তান্তরের কথা রয়েছে। ক্রুসেডার ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার আপত্তির কারণে এই ৭ বন্দীকে মুক্তি দিতে বিলম্ব করছে কাবুল সরকার। জানা যায়, এই ৭ মুজাহিদ-কমান্ডারের বীরত্বে কুফফাররা সার্বক্ষণিক ভীতসন্ত্রস্ত।

মার্কিন-তালিবান চুক্তি অনুযায়ী, কাবুল সরকারের কারাগারে বন্দী ৫ হাজার মুজাহিদকে মুক্তি দিলে আন্তঃআফগান সংলাপে বসবে ইমারতে ইসলামিয়া। এই বন্দীমুক্তির ফলে কাবুল সরকার ও অন্যান্য আফগান নেতাদের সাথে সংলাপে বসতে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিনিধিদল। তবে এই সংলাপে কাবুল সরকার অন্য আটদশটি গ্রুপের মতোই সাধারণ আমন্ত্রণ পাবে। কাবুলের ক্ষমতাসীন দল হিসেবে বিশেষ কোনো সংলাপ নয় তাদের সাথে।

